দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 SEP 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 3

136

শিক্ষাঙ্গন

ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ছাত্রদের প্রধান কর্তব্য হলো অধ্যয়ন। সার্বজনীন ও সর্বকালীন সত্যের প্রতি আস্থা স্থাপন করে ছাত্র জীবন গঠিত হওয়া উচিত। যে দেশে বা সমাজে ছাত্র জীবনের জীবন গঠন পদ্ধতি যত উৎকৃষ্ট, সেই দেশ বা সমাজ তত উন্নত।

মানুষের জীবন গঠনের সর্বোত্তম সময় ছাত্র জীবন। এই সময়টি অবহেলিত হলে পরে অনুতাপ করতে হয়। বিলাস, অসংযম, উদ্ধত্য, অভিনয় প্রভৃতি দোষগুলো পরিহার করা একান্ত কর্তব্য ছাত্র জীবনে। রাজনীতি ও আন্দোলনের দিকে বেশী আকৃষ্ট হলে লেখাপড়ার মনোযোগ আস্তে আস্তে কমে যায়। ফলে পরীক্ষার সময় তারা চোখে দেখে অন্ধকার। তখন মনে স্বভাবতঃ জাগে নকল করার প্রবণতা। আবার সেই নকল যারা ধরেন তারা হন এরূপ ছাত্রদের দ্বারা প্রহৃত ও অপমানিত। যে ছাত্র সমাজ আত্মপ্রত্যয়হীন এবং চরিত্র গঠনে, অক্ষম তাদের দ্বারা জাতির কোন কল্যাণ হয় না। ছাত্ররা জাতির ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা। তারাই জাতির উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করবে। দেশের আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ছাত্র সমাজ উপস্থিত হয়ে সময়ে সময়ে যে আন্দোলন, বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে তার পরিণাম ভয়াবহ। অনেকেই আহত-নিহত হয় সংঘর্ষে। পিতামাতা হারায় তার সন্তান।

ক্ষতি হয় পরিবারের। যারা তাদের পরিচালনা করেন দলীয় স্বার্থের জন্যে তারা শুধু নির্মম মৃত্যুর বা আহতের জন্য জানায় শুধু সহানুভূতি ও সমবেদনা। ব্যাস। ভার্সিটিতে বেশীর ভাগ ছাত্রই ছাত্রাবাসে থাকে। তাদের অভিভাবকগণ থাকেন দূরে। তাঁরা ছেলেদের সুশিক্ষার আশা করেন। আশা করেন তাদের কৃতকার্যতা ও সফলতার। ছেলে প্রকৃত মানুষ হয়ে পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরে দেশের কল্যাণে নিয়োজিত হোক তা অভিভাবকদের ইচ্ছা। ছুটি হলে ফিরে যাবে মায়ের কোলে। পিতার সান্নিধ্যে। আনন্দে নেচে উঠবে তাদের মন। উৎফুল্ল হবে ভাই-বোনেরা। তা না হয়ে আচমকা লাশ হয়ে ফিরে গেলে তখন পরিবারের বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো অবস্থা হয়। রাজনীতিতে মেতে উঠে তারা কি করছে। বর্তমান দুরবস্থা তার প্রমাণ। বছরে কতোবার ভার্সিটি বন্ধ থাকছে তার হিসেব মেলা ভার। এখনো ঠিক তারিখ জানা যাচ্ছে না— কখন ভার্সিটি খুলবে। এই যে দীর্ঘকাল বন্ধ রগেছে এর জন্য দায়ী কে বা কারা? একে অপরকে শুধু দোষারোপ করা হচ্ছে। ৩/৪ বছরের কোর্স ৬/৭ বছরেও শেষ হচ্ছে না। ফাইনাল পরীক্ষার তারিখ শুধু পিছিয়ে যাচ্ছে। কি অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে তা ছাত্ররাও উপলব্ধি করছে। অনেক অভিভাবক ঋণ করে এমনকি জমা-জমি বিক্রি করেও ছেলেকে পড়াচ্ছেন। কিসের আশায়? ছেলে রাজনীতি করে বিপ্লব করে জেলে যাবার জন্যে— না লাশ হয়ে ফিরে যাওয়ার জন্যে? ভার্সিটি খুললে আর কোন ছাত্র সংঘর্ষ হবে না, কোন বোমা বিস্ফোরণ হবে না, ককটেল নিক্ষেপ হবে না, মিছিল হবে না। এরূপ নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারেন কি?

—এম. এ. শহীদ